নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৬)

রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে শ্রীমার কথার জবাবে উত্তর দিলেন—''তুমিই তো আমাদের সবার চেয়ে বয়সে বড় গো!

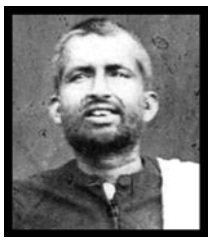

নইলে এই আদিমাস অগ্রহায়ণ মাসের পরে এই পৌষ মাসেই বা তোমার জন্মোৎসবের পূজা কেমন করে হবে? আদিশক্তিই প্রথমে আলোর আকারে আসে। দেবীর আকৃতি পরিগ্রহ করে, সেই আকারধারিণী দেবীমূর্ত্তির অবয়ব নিতে এই এক মাসই প্রায় সময় লাগে, সেই জন্য তোমার জন্মোৎসব হবে পৌষ মাসে।''

বিবেকানন্দ উচ্চ হাসি ছড়িয়ে আনন্দ-উল্লাসে বলে উঠলেন, ''তবে তো আমিও আপনার চেয়ে বয়সে বড়! কারণ আমার জন্মোৎসবও আপনি বলছেন—মাঘ মাসে হবে আর আপনার জন্মোৎসব যদি পালন হবে আমাদের পরে সেই ফাল্গুন মাসে, তবে তো আমিও আপনার চেয়ে প্রবীণ এবং বৃদ্ধ!''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, ''আরে! সেতো ঠিকই বলেছিস তুই, আগেইত আদিশক্তির আলো আসে, তার পরে আসে তাঁর অবয়ব, তাঁর আকার থেকে যে প্রথম বাণী আসে, তাকেই বলে বিবেকবাণী, সেই বিবেকবাণীর প্রথমে কোন প্রকাশ থাকে না, সেইজন্য এই দুয়ের মিলনে এই তৃতীয় দেবতার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে পূর্ণশক্তির প্রকাশ, পূর্ণ বাণীর প্রচার বা পূর্ণ অবয়বের বিকাশ। এই পূর্ণ শরীরধারীর নামই হচ্চে কৃষ্ণ বা স্বয়ং ভগবান—তা হলেতো বুঝতেই পারছিস যে, আমি তোদের চেয়েও ছোট। কৃষ্ণও তাই বলতেন, আমি সবার চেয়ে ছোট, আমি নিমিত্ত মাত্র, আমি—'তৃণদপি সুনীচেন'।''

সারদাদেবী স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে উত্তর দিলেন— ''তুমি বেশ সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পার, আর এমনভাবে যুক্তি দাও যে, সে কথা—কাটাবারও কোন উপায় থাকে না। বিশ্বজননী যেন তোমার কণ্ঠে সদা-সর্বদাই বাস করে এ সব কথা নিজেই বলে যান। এমন চট্‌পট্ কথার জবাব একমাত্র তোমার ভবতারিণীই বোধ হয় দিতে পারেন। আমরা যদি বড়ই হব, তবে তোমার পায়ে সবাই মাথা ঠোকে কেন? আমাদের পায়ে তো কেউ একটা প্রণাম করে না?''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব — ''তোমরা চাও না বলেই, পাও না; আমি চাই,—সেই আদিশক্তির নাম, সেই বিবেক-বাণীর নাম যাতে সবাই নিতে পারে, ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসবের সাড়া পড়ে, দেবতার নামে সব দুঃখ বেদনা ঝড়ের দোলায় দুলে পড়ে, তবেই তো হবে আমার আসার সার্থকতা? মাকে যদি ছেলে, চিনতেই না পারল, তাঁর বিবেক-বাণীই যদি প্রচার না হল, মানুষের দুঃখ বেদনা চিরন্তনভাবে রয়েই গেল, তবে ঐ দুই শক্তির মিলন-রহস্য নিয়ে আমার এ জগতে বেঁচে থাকার কি সার্থকতা রইল? ছেলে হয়ে যদি, মাকে মা বলেই না ডাকল, তবে পুত্র পেয়ে সে'ত পুতনা রাক্ষসীই হয়ে রইল—তাই বল্‌ছি, তোমরা আমার চেয়ে বড়, সেইজন্য তোমার জন্মোৎসব হবে পৌষ মাসে, বা লক্ষ্মীমাসে, নরেনের হবে বিবেকানন্দ নাম পেয়ে মাঘ মাসে আর আমার হবে ফাল্গুন মাসে আগুন ছড়াতে, সেই ফাল্গুনে''—

এ'কথা শুনে নরেনের চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চোখের মাঝে মেঘ সঞ্চারে চোখের পাতা ভিজে উঠল এবং তাতে যেন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল—বাষ্পাকুল চোখদুটো তুলে রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ''আমাকে কি সবাই তবে বিবেকানন্দ বলে ডাকবে? 'নরেন' নাম উড়ে যাবে?''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব — ''হ্যাঁগো! তোমায় কেউ বলবে,—'বিবেক বাণী' কেউ বলবে, 'মহাজ্ঞানী' কেউ ডাকবে 'বিবেকানন্দ' কেউবা গাইবে 'সচ্চিদানন্দ' আবার কেউবা গাইবে — 'এসো! এসো স্বামী জগৎবন্ধু! আঁধার আলো-নিশান! এসগো হিন্দু, এসো খৃষ্টান, এসোহে মুসলমান! তোমাদেরই আলো দেখাবে যে পথ, সে জাতি হবে মহান্''—

রামকৃষ্ণদেবের আর কথা বলা হল না, চোখের জলে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের গলাতেই নিজে হাত দিয়ে অর্দ্ধোচ্চারিত বাণী দিয়ে বলে উঠলেন— ''হঠাৎ আবার গলার ব্যথাটা আরম্ভ হয়ে গেল রে! এখন ও সব কথা থাক—আজ কি মাঘ মাসের অষ্টমী তিথি?''

শ্রীমা, উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে শুষ্কবাণী ছড়িয়ে উত্তর

দিলেন— ''কাল গিরিশও তাই যেন বলছিল। কেন? আজ অষ্টমী তিথিতে কী আছে? অষ্টমী তিথি এলে আমারও

খানিকটা ভয় হয়; পূজা করতে গিয়ে তুমি এমন বেহুঁস হয়ে ঘুমোও যে, সে অবস্থায় তোমাকে এই পৌষ মাঘ মাসের শীতে গঙ্গায় ফেলে দিলেও তোমার জ্ঞান হয় না— এ রকম ঘুম কী করে হয়, তার কল্পনাও আমি করতে পারি না। রাণীমা আর মথুরবাবু এই কথা নিয়েই আলোচনা করছিলেন— রাণীমা বলছিলেন — এ ঘুমের নাম — 'কালঘুম'। এরকম ঘুমের ঘোর, কখনও ভাঙ্গে না। আবার মথুরবাবু বলছিলেন — এ ঘুমের নাম — 'জড়-সমাধি'। জড়-সমাধির পর মানুষ এ জগৎ থেকে চলে যায়, যাঁরা ফিরে আসেন তাঁরা 'যুগাবতার'। ওঁদের কথা শুনে আমার আরও ভয় বেশী ঢুকেছে বাপু। তুমি অমন গভীর ভাবে মাকে ডেকোনা বাপু। বিশেষ করে এই অষ্টমী, পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় তোমাকে দেখলেই আমার ভয় হয়, কী যেন একটা কালকূটের নেশায় পাগল হয়ে থাক।''

রামকৃষ্ণদেব মধুর হাসি ছড়িয়ে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে উত্তর দিলেন— ''তুমি যেন আমার পাগলী মা তারার মতই কথা বলছ — মা মহামায়া এসে যেই আমাকে ঘুমের ঘোরে ফেলতে আসেন, অমনি মা-তারা যেন কোথা থেকে ছুটে এসে আমাকে কোলে তুলে নেন, আর মা-মহামায়াকে মিনতি জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, বলতে থাকেন — 'মা! তুমি একে বেশীক্ষণ যেন ফেলে রেখো না। আমি ওকে কোলে করে নিচ্ছি নইলে তোমার দেওয়া ঘুম, আর কোন কালেই ওর ভাঙবে না'—

যাক্ — এখন ও সব কথা থাক্—আয় নরেন, আজ তোকে এই মাঘ মাসে, মায়ের দেওয়া আলপনা রহস্য দেখাব। আজ তোকে দিয়েই মায়ের পুজো করাব। আর মাকেও জানিয়ে দেব তোর পূজা শেষ না হলে কেউ যেন মন্দির আঙিনায় না আসে।''

সারদামণি উৎসুকভরে বললেন — ''সেই ভাল হবে, তুমি যেন আজ নিজেই পুজো করতে যেও না, আমি বরং বাইরের দরজাতে পাহারা দেব, আর কেউ যদি এসে পড়ে, তাকে তোমাদের পুজোর কাছে গিয়ে বাধা না দিতে অনুনয়-বিনয় জানাব, কারণ একেই তো জান, সব লোক তোমার পুজোও বুঝতে পারে না আর পাগল বামুন বলে উপহাস করে, তার উপর যদি ঐ শূদ্র বামুন নরেনকে দ্যাখে, তবে তারপর দিনই হয়ত আমাদের এ মন্দির বাস ত্যাগ করতে হবে—তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তাতে তোমার চোখে যা জল পড়বে তা আমি কিছুতেই হয়তো সহ্য করতে পারব না, হয়তো সীতাদেবীর মত পাতালপুরীতে যেতে হবে''—

রামকৃষ্ণদেব চোখের জল মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন— ''এখন এইমাত্র স্বয়ং ভবতারিণীকেই তোমার অঙ্গে মিশে যেতে দেখলুম, তাই তোমার বাণী, সেই জগন্মাতার বাণী বলে ধরে নিয়েই এখন নরেনের হাত ধরে মন্দিরে চললুম—মনের মাঝে যেটুকু ভয় ছিল, সেটুকুও এখন কেটে গেল—আয় নরেন, তুই আমার হাত ধরে আয়।''

নরেন — ''না, গুরুদেব, আমি তোমার হাত ধরতে পারব

না। তুমিই যদি দয়া করে আমার হাত ধরে নিয়ে যাও, তবেই হয়ত যেতে পারব, নইলে আমার এই মায়ের পূজা করলেই সব মায়ের পূজা হয়ে যাবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব — ''দূর বোকা! পাষাণী মায়ের পূজা না করলে কি জীবন্ত মায়ের পূজা করা যায়? আচ্ছা আয়, আমিই তোর হাত ধরে না হয় নিয়ে যাচ্ছি।''

.....ক্রমশঃ